গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

## কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত "টাস্কফোর্স" এর ৩২তম সভার কার্যবিবরণী

স্থান ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ঃ-২১ জুলাই ২০১৪
সময় ঃ- ১০.০০ ঘটিকায়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম ভিকারুন নেছা এর সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুতে সভাপতি কুশলাদি বিনিময় অন্তে কমিটির সদস্য-সচিব ও উপ-সচিব (আইন) ড. নলিনী রঞ্জন বসাককে সভার আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর সদস্য সচিব ধারাবাহিকভাবে বিগত সভার সিদ্ধান্ত ও অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত।

| ক্র | আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|---|
| ১ | **গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ঃ**<br>গত সভার কার্য-বিবরণীতে কোন সংশোধনী পাওয়া যায় নাই। | কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। | আইন অধিশাখা/ কৃষি মন্ত্রণালয় |
| ২ | **(ক) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত সিভিল রিভিশণ-৩১৪/০৫ (সিপিএলএ-৪৬/১০ হতে)। জমির পরিমান-৩.৫১ একর।**<br>সংশ্লিষ্ট হর্টিকালচারিষ্ট জানান যে, সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ নং মোকদ্দমকার নথি পুনঃ মেনশন করে ২৯নং কোর্টে বিচারাধীন আছে। কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বন্দোবস্ত গ্রহণের আবেদন সম্পর্কে বলেন যে, জেলা প্রশাসক, ঢাকা সর্বশেষ আবেদনের কপি চেয়েছেন। উপ-সচিব (আইন) জানান যে, বন্দোবস্তের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২৮/৫/১৪ তারিখে বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে।<br>**(খ) ২১২(এ)/১০ নং মোকদ্দমা।**<br>সংশ্লিষ্ট হর্টিকালচারিষ্ট, সোবহানবাগ জানান যে, হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩৩ একর জমির মধ্যে ১.০৪ একর জমি ক্রয়সূত্রে মালিকানা দাবী করে জনৈক আব্দুল আলী কর্তৃক দায়েরকৃত দেঃ মোঃ নং-২১২(এ)/১০ এর ইস্যু গঠিত হয়েছে। পরবর্তী শুনানী ১৮/০৮/১৪ তারিখে।<br>**(গ) বিশেষ ক্ষমতা আনের ১১/০৮ নং মামলা (মামলা নং-২২/৯০ হতে) ঃ**<br>হর্টিকালচারিষ্ট জানান যে, মামলার সিডি না পওয়ায় সাক্ষী গ্রহণ করা হচ্ছে না। সাক্ষীর পরবর্তী তারিখ ঃ ২০/৮/২০১৪।<br>**(ঘ) সিভিল আপীল-১/১২ নং মোকদ্দমা।**<br>মামলাটি ৩নং কোর্টে বিচারাধীন। নিম্ন আদালতের রায় সরকারে পক্ষে ঘোষিত হয়। আপীলে সরকারের বিপক্ষে রায় হয়। সিআর মোকদ্দমায়ও একই রায় বহাল থাকে। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দলিল তল্লাশী করা হয়েছে। ১০/৭/১৯১৫ তারিখের সিএস মালিকের দেয়া শুধু রেহানী দলিল পাওয়া গেছে। শুনানীর সর্বশেষ তারিখ ০২/৯/১৪। আরো তল্লাশী প্রয়োজন। | (ক) লীজ নবায়নের জন্য জেলা প্রশাসককে মোকদ্দমার সর্বশেষ আদেশের কপি প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br>(গ) মোকদ্দমা নং-২১২(এ)/১০ এর বিষয়ে বিজ্ঞ এটর্ণী জেনারেল এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তিনি বা তাঁর প্রতিনিধি জজ কোর্টে উপস্থিত থাকার জন্য পত্র দেয়া যেতে পারে।<br>(ঘ) সিডি পাওয়া না গেলে মামলা পরিচালনার জন্য দুদককে মন্ত্রণালয় হতে পত্র দিতে হবে।<br>(ঙ) জেলা রেজিষ্ট্রি অফিসে ১০/৭/১৯১৫ তারিখের দলিলের দাতা সর্বানন্দ কর্মকার এবং গ্রহীতা মানিক মিয়া'র নামের দলিল তল্লাশী করতে হবে।<br>(চ) জেলা প্রশাসকের অফিসে এসএ রেকর্ডের ওয়ার্কিং ভলিয়ুমে তল্লাশী করতে হবে। | হর্টিকালচারিষ্ট /আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রঃ |
| ৩ | **রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার সম্পর্কিত দেঃ মোক-১০৯৫/১২ ঃ**<br>রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার সম্পর্কিত যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১০৯৫/১২ সম্পর্কে নার্সারী তত্বাবধায়ক, রাজালাখ জানান, এ মোকদ্দমার পরবর্তী তারিখ-০৪/৯/১৪। জবাব দাখিল করতে হবে। মোকদ্দমা নং-১৮১/১৩ এর রায় এখনো পাওয়া যায়নি। দীর্ঘদিনের সমস্যা দূরীভূত হয়েছে, এজন্য নার্সারী তত্বাবধায়ককে ধন্যবাদ জানানো হয়। বাউন্ডারী ওয়াল প্রায় ২২৫০ ফুট নির্মাণ করা হয়েছে। উপ-সচিব (আইন) জানান যে, ১০০১ টাকা সেলামীর বিনিময়ে বন্দোবস্ত নেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। | (ক) জিপি-কে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।<br>(খ) ওয়াল নির্মান কাজের মান উন্নয়ন এবং কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য পিডি, আইকিউএসডি-কে তাগিদ দিতে হবে।<br>(গ) প্রাক্কলন সংগ্রহ করে সেন্টারের কাজ বুঝে নিতে হবে।<br>(ঘ) দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের মত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। | মহাপরিচালক, ডিএই/নার্সারী তত্বাবধায়ক, রাজালাখ, হর্টিঃ সেন্টার/ পিডি, আইকিউএসডি |
| ৪ | **(ক) বগুড়া কৃষি অফিসের জমির সিভিল আপীল মো নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১।**<br>বগুড়াস্থ সূত্রাপুর মৌজার ০৩টি দাগে ০.৬২ একর জমি ১৯৫৭ সালে অধিগ্রহণ করে ১৯৬১ সালে গেজেট প্রকাশিত হয়। এরমধ্য ০১টি দাগে ৩৫ শতক জমিতে সদর উপজেলা কৃষি অফিস অবস্থিত। ওয়ারিশগন হতে ক্রয়সুত্রে মালিকানার দাবিতে ডিএইকে বিবাদি করে জনৈক আলমগীর মামলা দায়ের | (ক) মোকাদ্দমার আরজির কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) কজ লিষ্টে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, বগুড়া |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | করেন। অপর ০২টি দাগের ক্ষতিপুরণ না পাওয়ার কারন দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে জনৈক ব্যক্তি মোকাদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায় ও ডিক্রী হয়। একই গ্রাউন্ডে ইতোপুর্বের সকল মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে ঘোষিত হয়। বর্তমানে উক্ত সিভিল আপীল মামলা শুনানীর অপেক্ষায় আছে। ডি ডি,বগুড়ার প্রতিনিধি জানান যে, মামলাটি অদ্যাবধি কজলিষ্টে আসে নাই, তবে মেনশন করা হয়েছে। ছুটির পর আগামী মাসে কাজ লিষ্টে আসতে পারে। ১২১০ নং দাগের ৫শতকের জন্য ১৮৫/১৪ এবং ১২১৬ নং দাগের ৭.৮৭৫ শতকের জন্য ১৮৪/১৪ নং মামলা করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-১৪/০৮/১৪।<br>**(খ) বগুড়া টুইন গোডাউন সংক্রান্ত ঃ**<br>বগুড়া টুইন গোডাউনের বিষয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত বগুড়ায় ৪০৬/১২ নং দেঃ মোকাদ্দমা চলমান আছে। মামলার জবাব ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে এবং মামলাটির ইস্যু গঠনের পরবর্তী তারিখ ১১/৯/১৪। | (গ) নতুন মোকদ্দমার সার্টিফাইড কপি বিজ্ঞ এটর্ণী জেনারেল-কে দিতে হবে। | |
| ৫ | **নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার ঃ**<br>হর্টিকালচারিস্ট জানান যে, রেজিষ্ট্রেশনের পর নামজারী করা হয়েছে। ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত ২৭৬৬/১৪ নং মামলাটি ১১ নং কোর্টে বিচারাধীন আছে। মামলার জবাব কোর্টে পৌছানোর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। হর্টিকালচারিষ্ট জানান, ৫০নং আইটেম হিসেবে কজলিষ্টভূক্ত আছে। | (ক) আগামী সভার পুর্বে বাউন্ডারী ওয়াল র্নিমানের কাজ শেষ করতে হবে।<br>(খ) হর্টিকালচারিষ্ট ২৭৬৬/১৪ মামলার বিষয়ে কোর্টে খোজ নিয়ে জানাবেন। | হর্টিকালচারিষ্ট/ নিঃ প্রকৌশলী/ পিডি, আইকিউএসডি |
| ৬ | **গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের জমি ঃ**<br>গাজীপুর জেলার ৬২/১৯৬৪ মোকদ্দমার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১.০১ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ নামজারী করে নিয়েছেন। উপ-সচিব (আইন) জানান, বন বিভাগের ফরেষ্টার উক্ত জমিসহ ৩৯.৪০ একর জমির নামজারী ও জমা খারিজ বাতিলের জন্য এসি (ল্যান্ড) সদর গাজীপুর অফিসে ১০৩/১২নং মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। সে মোতাবেক কৃষি মন্ত্রণালয়কে পক্ষভূক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ-২৬/০৮/১৪। এ সম্পর্কিত বন বিভাগ ১২৩১/১২ নং মামলা দায়ের করেছে। দুদকের ডিডি বিষয়টি তদন্ত করছেন। হর্টিকালচারিস্ট জানান, হান্নান বেপারী পলাতক এবং অন্যান্যরা জামিনে আছে। উপ-সচিব (আইন) জানান, সুপ্রীম কোর্টে রিভিউয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। | (ক) এসএম হাফিজ উল্যাহর মিউটেশন বাতিলের জন্য ১০৩/১২ নং মোকদ্দমার তদারক অব্যাহত রাখতে হবে।<br>(খ) দুর্নীতি দমন কমিশনে গিয়ে মামলার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাগিদপত্র প্রেরণ করতে হবে।<br>(গ) জাল রায় বাতিলের জন্য সুপ্রীম কোর্টে মামলা করতে হবে।<br>(ঘ) বন বিভাগের দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলার কপি নিতে হবে। | হর্টিকালচারিষ্ট, নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার/পরিচালক, খাদ্য শষ্য উইং, ডিএই |
| ৭ | **যাত্রাবাড়ীর জমি, মোকদ্দমা নং-১৮৮/১১ সংক্রান্ত।**<br>(ক) এলএ কেস নং-২৫/৫৭-৫৮ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ১.৪৪৭৬ একর সম্পত্তি ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ডিএই'র দখলে ছিল। মামলাটি পরিচালনার জন্য প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে এবং শুনানীর তারিখ-২৫/৯/১৪। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার তেজগাঁও জানান, ৩জনের সমন জারী না হওয়ায় ২টি পত্রিকায় নোটিশ দিতে হবে।<br>(খ) সিটি জরীপ সংশোধনের মামলা নং-৫৯১/১৩, পরবর্তী তারিখ-১৪/৮/১৪।<br>(গ) জনৈক শোরশেদ আলম মালিকানার দাবীতে যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে ৪৬৬/১৩ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। এ মোকদ্দমার পরবর্তী তারিখ-১৪/০৯/১৪। মামলার জবাব দেয়া হয়েছে। | (ক) ডিএই এলএ কেসের তথ্য সংগ্রহ করবে।<br>(খ) মালিকানা সম্বলিত প্রাইভেট কোম্পানীর সাইনবোর্ড আগামী সভার পূর্বে লাগিয়ে ডিএই মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।<br>(গ) পত্রিকায় নোটিশ জারীতে সহায়তা করতে হবে।<br>(ঘ) এ জমির বিষয়ে ডিডি (অপারেশন) মেট্রো কৃষি অফিসার, তেজগাঁওকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন। | ডিডি, ডিএই, ঢাকা<br>পিপি উইং, ডিএই |
| ৮। | **ধোলাইপাড় বীজাগারের জমি সংক্রান্ত।**<br>ধোলাইপাড় বীজাগারের ০.০৮ একর জমির উপর ডিএই'র বীজাগার অবস্থিত। জমির পার্শ্বে দোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় দখলীয় স্বত্বে জমির মালিকানা দাবী করে ৭ম সহকারী জজ আদালতে টিএস নং-২২৭/১০ মামলাটি প্রত্যাহার করে ১৩৪৭/১২ নং মামলা দায়ের করেছে। পরবর্তী তারিখ-১৯/১০/১৪ ছিল। সিটি জরীপে বীজাগারটি অন্য দাগে রেকর্ড হওয়ায় তা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষ ৪র্থ যুগ্ম-জজ আদালতে ৮৪৩/১১ মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার পরবর্তী তারিখ-২৮/৯/১৪। মেট্রোপলিটান কৃষি অফিসার, গেজগাঁও জানান, ভবনটি আংশিক সংস্কার করা হয়েছে। | (ক) মোকদ্দমাটি যথাযথভাবে চালিয়ে যেতে হবে।<br>(খ) পুরাতন ভবনের অবশিষ্ট কক্ষগুলি জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।<br>(গ) দোলাইপাড় হাইস্কুলের সভাপতিকে পত্র দিতে হবে। | মেট্রো কৃষি অফিসার, তেজগাঁও/ডিডি (প্রশাঃ) ডিএই, ঢাকা/ এজিপি-নাসির-০১৯১১০৯৫৬৫২ |
| ৯। | **ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা ও কায়েতপাড়া মৌজার জমি ঃ**<br>দেইল্লাতে ২৫ শতক এবং কয়েতপাড়ায় ২০ শতক জমি রয়েছে। সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। মেট্রোপলিটান কৃষি অফিসার জানান, কায়েতপাড়ার জমির কিছু অংশে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। অবৈধ দখলদারকে ৩য় নোটিশ দেয়া হয়েছে। দেইল্লার জমি সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় সমাধান না হলে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। | (ক) কয়েতপাড়া মৌজার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের উদ্যোগ নিতে হবে।<br>(খ) দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। | মেট্রো কৃষি অফিসার, তেজগাঁও/ ডিডি, ডিএই, ঢাকা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০ | **শ্যামপুর পিপি গোডাউনের জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>উপ-সচিব (আইন) জানান, পিপি উইংয়ের যত জমি আছে তার তথ্য দখল অবস্থাসহ পিপি উইং কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, শ্যামপুরের সম্পূর্ণ জমি ব্যবহারের জন্য যা যা প্রয়োজন করতে হবে। | (ক) শ্যামপুরের জমির খতিয়ানসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের সকল জমির তথ্য ৩১/৮/১৪ তারিখের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>(গ) শ্যামপুর গোডাউনের অকেজো ডকুমেন্ট/ মালামাল ব্যবস্থাপনার জন্য ডিএই একটি কমিটি গঠণ করবে।<br>(ঘ) মাটি ভরাট করে গাছ লাগাতে হবে। | পরিচালক, পিপি উইং, ডিএই |
| ১১ | **মুন্সীগঞ্জ ডিএই'র জমি সংক্রান্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-২২/০৭ ঃ**<br>মুন্সীগঞ্জ শহরে ডিএই র ৮ শতক জমি নিয়ে মুন্সীগঞ্জ বার সমিতির সাথে মোকাদ্দমাটি যুগ্ম জেলা জজ,৩য় আদালত, ঢাকা কোর্টে স্থানান্তরিত। মোকাদ্দামার নং ৩০১/২০১৩,পরবর্তী তারিখ ০৫/০৮/১৪। জিপির সহযোগিতার জন্য আইন অধিশাখা হতে পত্র প্রেরন করা প্রয়োজন। সকল রেকর্ডে এই জমির মালিক সরকার। উপজেলা কৃষি অফিসার জানান, সরকারী স্বাক্ষীর তালিকা প্রয়োজন। | (ক) এলএ কেসের গেজেট খুজে বের করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় সহযোগীতার জন্য জিপিকে পত্র প্রেরণ করতে হবে। দখলের বিষয়ে গনপূর্ত অফিসে খোজ নিতে হবে।<br>(খ) আইন অধিশাখায় স্বাক্ষীর তালিকা প্রেরণ করতে হবে। | ডিডি,ডিএই, মুন্সীগঞ্জ |
| ১২ | **আসাদগেট হর্টিকালচারের জমি ঃ**<br>(ক) ১৯৫২ সন হতে এ জমি ডিএই'র দখলে থাকলেও আরএস ও সিটি জরিপ রেকর্ড গৃহ গবেষণা কেন্দ্রের নামে আছে। উপ-সচিব (আইন) জানান যে, বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে।<br>(খ) ফলবীথির গেট নির্মানের অনুমতি চেয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সচিব সভায় বলেন যে, ফলবীথির জমির কিসের ভিত্তিতে খাজনা নেয়া হচ্ছে, সে তথ্যাদি জানা প্রয়োজন। | ১৯৫২ সাল হতে ডিএই'র দখলীয় জমিটি দীর্ঘ মেয়াদি লীজ গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে গেজেটের কপি সংগ্রহ করতে হবে। | পরিচালক, খাদ্য শষ্য উইং/ হর্টিকালচারিষ্ট, আসাদগেট |
| ১৩ | **মোহাম্মদপুর কৃষি অফিসে জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা নং-৬২৪/১২ ঃ**<br>মোহাম্মদপুর মেট্রোপলিটান কৃষি অফিসের সরাই জাফরাবাদ মৌজাস্থ ৮ শতক জমি আফসার সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ০৯/১০/১৯৯৭ তারিখের ৩৭৩৫ নং কবলামূলে ক্রয় করেছে মর্মে সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করা হয়েছে। সরকার পক্ষে ঘোষণামূলক ডিক্রীর জন্য ১ম সহকারী জজ আদালত, ঢাকায় উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-১৩/৮/১৪। অন্যদিকে বিবাদি পক্ষ উচ্ছেদের জন্য ১৫২/০৯ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছে। পরবর্তী শুনানী-০৩/৯/১৪। নাম জারীর জন্য এসি (ল্যান্ড) ধানমন্ডি অফিসে দায়েরকৃত মিস মোকদ্দমা নং-১৫৬/১৩ এর কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য বিবাদিপক্ষ যুগ্ম-জেলা জজ, ২য় আদালতে ৮৭৮/১৩ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছে, যার শুনানীর তারিখ ১৪/৮/১৪। | যথাযথভাবে মোকদ্দমা পরিচালনা করতে হবে। | মেট্রো কৃষি কর্মকর্তা, মোহাম্মদপুর/ ডিডি, ডিএই, ঢাকা |
| ১৪ | **গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ২৬.০৪ একর জমি বিএস জরীপে ডিএই'র নামে রেকর্ড হয়েছে এবং অবশিষ্ট জমি রেকর্ড হয়নি। পরবর্তীতে ১৮টি আপীল দায়ের করা হয়েছে। আঞ্চলিক অতিঃ পরিচালক, ডিএই একটি বিশেষ টিম গঠন করে উক্ত জমির দখল পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে জমা দিয়েছেন। উপ-সচিব (আইন) বলেন যে, সকল জমির মিউটেশন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে যে সব জমি অদ্যাবধি রেকর্ড হয়নি, সেসব জমি অবশ্যই মিউটেশন করতে হবে। উপজেলা কৃষি অফিসার, গোবিন্দগঞ্জ জানান যে, ছক মোতাবেত তথ্যাদি এসি (ল্যান্ড) অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। | (ক) ছক অনুযায়ী তথ্যাদি এবং জমির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংগ্রহ করে অবশিষ্ট জমির জন্য ৩০/৩১ ধারায় রেকর্ড সংশোধন মামলা করতে হবে।<br>(খ) ডিএইর নামে রেকর্ড বহির্ভূত জমির মিউটেশন অগ্রগতি আগামী সভায় জানাতে হবে।<br>(গ) ডিএই টিম গঠন করে জমির দখল উদ্ধারের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হবে।<br>(ঘ) চলতি মৌসুমে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। | উপজেলা কৃষি অফিসার, গোবিন্দগঞ্জ, ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা |
| ১৫ | **ময়মনসিংহ টাউন মৌজার জমি ঃ**<br>ময়মনসিংহ টাউন মৌজার অফিস কাম বাসভবন নির্মানের জন্য সিএস ২৩৮১ ও ২৩৮৪ দাগের ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৫২ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেছে। মালিকানা সংক্রান্ত যুগ্ম-জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহে ৩৬/১৪ নং মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-১৬/১০/১৪। | মোকদ্দমাটি নিয়মিত তদারক করতে হবে। | অতিঃ পরিচালক, ডিএই ময়মনসিংহ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৬। | **চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগরের জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>চুয়াডাঙ্গা উপজেলার জীবননগর উপজেলার প্লান্ট প্রোটেকশনের ১৮ শতক জমির বিরোধ রয়েছে। জমি বিপক্ষের দখলে। সংশ্লিষ্ট অফিসার জানান, সহকারী জজ আদালত, জীবননগর উপজেলায় বন্টননামা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, যার নং-১০১/১৩। পরবর্তী শুনানী-১৩/৯/১৪। তিনি আরো জানান, ৪ ও ১১ নং বিবাদি মারা যাওয়ায় ওয়ারিশ সনদ প্রয়োজন, যাহা সংগ্রহ করা হচ্ছে। | (ক) ওয়ারিশ সনদপত্র সংগ্রহ করে আদালতে দাখিল করতে হবে।<br>(খ) আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসারকে পত্র দিতে হবে। | উ জলা কৃষি অফিসার, জীবননগর/ ডিডি, ডিএই, চুয়াডাঙ্গা |
| ১৭। | **উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দি'র জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>দাউদকান্দি উপজেলা ডিএই'র ৩০ শতক জমি বেদখল আছে। তারমধ্যে ২৫ শতক জমি উদ্ধারের জন্য সিআর-৪১০০/০৫ মোকদ্দমা ৮নং কোর্টে বিচারাধীন আছে, কজলিষ্ট নং-১২৩। তাছাড়া ৫ শতক জমির জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ্য দখলদার উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। কৃষি কর্মকর্তা জানান, গৌরীপুর বীজাগারের অপর একটি বেদখলী জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। টাস্কফোর্সের সদ্যদের জমিটি পরিদর্শনের অনুরোধ করেন। তদানিন্তন পাট সম্প্রসারণের জমি নামজারী করা প্রয়োজন। তিনি আরো জানান, মোকদ্দমার রায় হলে ২টি জমি একত্রে উচ্ছেদ করবেন বলে জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা জানিয়েছেন। উপ-সচিব (আইন) জানান, হাইকোর্টের মোকদ্দমা দুর থেকে তদারক করা কঠিন। ডিএই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। | (ক) ডিএই জমি উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।<br>(খ) তদানিন্তন পাট সম্প্রসারনের জমি মিউটেশন করতে হবে।<br>(গ) ডিএই'র আইন কোষ হাইকোর্টের মোকদ্দমাসমূহ তদারক করবে। | ডিডি, ডিএই, কুমিল্লা ও উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দি, কুমিল্লা |
| ১৮। | **লক্ষীপুর সদর উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>ডিএই লক্ষীপুর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, বিবাদীয় দালানের একটি কক্ষ অদ্যাবধি ব্যবসায়ী সমিতির দখলে আছে। জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দখল গ্রহণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আদালতে ও থানায় ফৌজদারী মামলা করা হয়েছে। আসামী অস্থায়ী জামিনে আছে। | (ক) ডিএই দখল গ্রহণের ব্যবস্থা নিবে।<br>(খ) মামলাসমূহ তদারকি করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, লক্ষীপুর |
| ১৯। | **বেগমগঞ্জ এটিআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>বেগমগঞ্জ এটিআই এর ৫১.১৯ একর জমির হাল রেকর্ড জেলা প্রশাসকের নামে হয়েছে। অধ্যক্ষ জানান, ৫১.৪৮ একর জমির দখল সঠিক আছে। পৌরসভার নামীয় ০.৫০ একর জমির লীজ বাতিল করে এটিআই-কে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হবে। | (ক) পরবর্তী সভার পূর্বে এটিআই জমি অধিগ্রহনের গেজেটের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং সেটেলমেন্ট অফিসে আপীল মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করবে<br>(খ) ০.৫০ একর জমির লীজ গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ ও ভুমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করবে | অধ্যক্ষ, এটিআই বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী |
| ২০। | **নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার হাজিপুর মৌজায় কৃষি বিভাগের ০.৯২ একর জমি ডিএই'র নামে হাল রেকর্ড হয়েছে। ডিএই'র নামে নামজারী করতে হবে। উপজেলা কৃষি অফিসারের প্রতিনিধি জানান আগামী সভার পূর্বে মিউটেশন হতে পারে। | (ক) ডিএই'র নামে নামজারী ও জমা-খারিজ করতে হবে।<br>(খ) নোয়াখালীর বিমান অবতরণের জায়গার ডকুমেন্টসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ ও হর্টিকালচারিষ্ট, নোয়াখালী |
| ২১। | **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, টাংগাইল এর জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>উদ্যানতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ, টাংগাইল জানান, টাংগাইল ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৪.৭৯ একর জমির বিপরীতে ৫.১৩ একর জমির দখল আছে। ১.২০ একর জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, ডিএই জানান, জমি সঠিক আছে। কলেজের সাথে আংশিক এওয়াজ করা যেতে পারে। এছাড়াও ৫.৯৯ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়। | (ক) ডিএই'র গঠিত কমিটি আলোচনা করে জমি এওয়াজ বদলের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এবং মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।<br>(খ) ৩৪ শতক জমির বিষয়ে জেলা প্রশাসক-কে পত্র প্রেরণ করতে হবে। | পরিচালক, খাদ্য শষ্য উইং, ডিএই |
| ২২। | **চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর পরিত্যক্ত সম্পত্তি কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এসএ (সিএস) এবং বিআরএস (বিএস) রেকর্ড আছে। কিন্তু জমি বেদখলে রয়েছে। টাস্কফোর্সের সদস্য জমিটি পরিদর্শন করেছেন। উপজেলা কৃষি অফিসার জানান, ৩৮৩ নং খতিয়ানে ৭.০৪ একর জমি কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এবং ৫৭৩ নং খতিয়ানে ৪.৯৬ একর সরকারের নামে রেকর্ড। জামিল উদ্দিন গং এর নামে মিউটেশনকৃত ৭.০৪ একর জমির নাম জারী বাতিলের ব্যবস্থা নেয়া এবং অন্যান্য মামলার রায় বাতিল করা প্রয়োজন। কেননা, ১৩১/১৯৪৭ নং বায়নামাটি জাল বলে প্রতীয়মান হয়। | (ক) মামলাসমুহ দ্রুত দায়ের করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br>(খ) দলিল জালিয়াতির বিরুদ্ধে মামলা/ব্যবস্থা নিতে হবে। | অতিঃ পরিচালক ডিএই, চট্টগ্রাম |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৩। | **এটিআই সিলেট এর জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>অধ্যক্ষ, এটিআই সিলেট্ জানান, অধিগ্রহণকৃত মোট জমির পরিমান ৩.১৫ একর। যার এলএ কেস নং-১০/৭৫-৭৬ সঠিক নয়। এর মধ্যে কৃষি বিভাগের ২.০০ একর জমি হাসপাতাল নিয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত-১২২/১৩ মামলায় এটিআই, সিলেটকে পক্ষভূক্ত করা হয়নি। মামলার পরবর্তী তারিখ-২৪/৯/১৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনে অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্য। | (ক) সকল ডকুমেন্টসহ বিস্তরিত লিখে জানাতে হবে। এটিআই, সিলেট পক্ষভূক্ত হওয়ার দরখাস্ত প্রদান করবেন।<br>(খ) জমির ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত হবে। | অধ্যক্ষ, এটিআই, সিলেট |
| ২৪। | **এটিআই, শেরপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>এটিআই, শেরপুর এর জমি সংক্রান্ত ৩০৪/০৭ মোকদ্দমার জবাব দাখিলের তারিখ-২৭/৭/১৪। এছাড়াও ৪১১/১২ মোকদ্দমাটি ০৯/৪/১৪ তারিখে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং শীঘ্রই তারিখ পড়বে। | (ক) মালিকানা সংক্রান্ত জমির রেকর্ড সংগ্রহ করতে হবে।<br>(খ) মামলাসমুহ যথাযথভাবে তদারক করতে হবে। | অধ্যক্ষ, এটিআই, শেরপুর |
| ২৫। | **কাপাসিয়ার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>কাপাসিয়া উপজেলার চাঁদপুর্ ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমি ইউনিয়ন চেয়ারশ্যান কর্তৃক বেদখলের উপক্রম হওয়ায় জড়িতদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, যা সহকারী জজ ৩য় আদালতে বিচারাধীন আছে, যার নং-১৫/১৪। মামলার পরবর্তী তারিখ-০৫/৮/১৪। | জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরন করতে হবে। | ডিডি, ডিএই গাজীপুর |
| ২৬। | **সাভার বাটা বাজারসহ অন্যান্য জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>(ক) বিএডিসির প্রয়োজনে সাভার টাট্টি মৌজার ৩৩ শত জমি অধিগ্রহণ করা হয়। জমিটির এসএ রেকর্ডীয় মালিক যুগল দাসী সাহা। বিবাদী ৪জন (২পুত্র ও স্বামী-স্ত্রী)। বিবাদি ১৯৭৮ সালে ক্রয়সূত্রে মালিকানা দাবী করে জানান তারা এলএ কেসের কোন নোটিশ বা ক্ষতিপূরণ পাননি। তবে ক্রেতাগণের মধ্যে ১ব্যক্তি নোটিশ পেয়েছেন। জমির দখলও বিএডিসিকে বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে দায়েরকৃত সিআর-৪৬৭৩/০৪ মামলায় সরকারের বিপক্ষে আদেশ হলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সিপিএলএ নং-১০৪০/১৩ দায়ের করা হয়। মামলাটি শুনানীর জন্য শীঘ্রই কজলিষ্টে আসবে বলে বিএডিসির প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন।<br>(খ) যুগ্ম-পরিচালক (উদ্যান) কাশিমপুর জানান, ১৯৮২-৮৩ সালের মূল্যহার তালিকা সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই গেজেট প্রকাশিত হবে। | গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | বিএডিসির আইন বিভাগ ও মহা ব্যবস্থাপক (উদ্যান) |
| ২৭। | **বিএডিসির গাবতলীসহ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার জমি ঃ**<br>গাবতলীসহ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার মোট জমির পরিমাণ-১১৭.০৮ একর। এরমধ্যে ১৫.৮৬ একর জমি বিভিন্ন নামে রেকর্ড হয়েছে। ০.৪৩ একর জমি কতিপয় ব্যক্তি সিটি জরিপে রেকর্ড করে নিয়েছে। তিনি আরো জানান, গাবতলীর অবষ্টি প্রায় ১৪.০০ একর জমির মালিকানা সংক্রান্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ জমি দখলে আছে। তিনি আরো জানান, আন্তঃ বিভাগীয় সভা করা হয়েছে এবং কার্যবিবরণী দাখিল করা হয়েছে। সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। তিনি জানান এ জমি সংক্রান্ত আরো ০২টি মামলা চলমান আছে। | অবৈধ দখলদার সম্মিলিতভাবে উচ্ছেদের ব্যবস্থা নিতে হবে। | পরিচালক (খামার), বিএডিসি, ঢাকা |
| ২৮ | **বিএডিসি সাভার মৌজাস্থ সার গোডাউনের জমির সীমানা নির্ধারণ ঃ**<br>বিএডিসি সাভার মৌজাস্থ সার গোডাউনের ৩৩ শতক জমি ১০৪/৬৫-৬৬ নং এলএ কেসের মাধ্যমে অধিগ্রহন করা হয়। আরএস রেকর্ডে বিএডিসির নামে ২৩ শতক রেকর্ড হয়েছে। ১০ শতক জমি ব্যক্তিনামে রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হবে। মামলার আরজি চুড়ান্ত করা হয়েছে বলে বিএডিসির প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। | ব্যক্তিনামে রেকর্ড হওয়া জমির রেকর্ড সংশোধনের মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। | যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা |
| ২৯। | **বিএডিসির গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>(ক) বিএডিসির সার গোডাউন নির্মানের জন্য ২০/৬৪-৬৫ নং এলএ কেসের মধ্যেমে গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজায় ০.৬৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে অবৈধ দখলদারের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত জমির রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।<br>(খ) উপ-সচিব (আইন) মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার বিএডিসির ০.৩৩ একর জমির বিষয়ে জেলা প্রশাসক-কে পত্র দেয়া এবং সার বিভাগের জমির তালিকার বিষয়ে বিএডিসি'র নিকট জানতে চাইলে কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি বলে বিএডিসির প্রতিনিধি অবহিত করেন। উপ-সচিব (আইন) বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বিএডিসি'র হাতছাড়া জমির তথ্যাদি অনুসন্ধান করার বিষয়ে বিএডিসি এবং সভাপতির দৃষি আকর্ষণ করেন। | (ক) ০.৩৩ একর জমি উদ্ধারের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) সার বিভাগ কর্তৃক ছেড়ে দেয়া জমির তালিকা আগামী সভার পূর্বে সংগ্রহ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>(গ) রেকর্ড সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। | যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩০ | **নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বিএডিসির জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>(ক) বিএডিসির সার গোডাউনের জন্য বিএডিসির সিদ্ধিরগঞ্জ থানার আটি ও আজিপুর মৌজায় ২৭/৭৮-৭৯ এল এ কেসের মাধ্যমে ৯.০৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। বিএডিসি অবশিষ্ট ১০% ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা দিবে। আইন অধিশাখা হতে সংশ্লিষ্ট মামলা মেনশনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।<br>(খ) সহকারী পরিচালক (সার) মুন্সীগঞ্জ জানান, ক্ষতিপূরণের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছে।<br>(গ) বিএডিসির সার গোডাউন তৈরীর জন্য নবাবগঞ্জ উপজেলায় এলএ কেস নং-১৯/৬৭-৬৮ এর মাধ্যমে বড় সংসদবাদ মৌজার সিএস খতিয়ান নং-১৭, দাগ নং-১০০ এর ০.১৬৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এলএ কেস ১৭/৬৭-৬৮ এ দোহার উপজেলার জয়পাড়া মৌজার বিএস ১০৮০ দাগের পশ্চিমাংশের ০.১৬৫ এবং নবাবগঞ্জ উপজেলার উল্লেখিত ০.১৬৫ একর জমির অভেদ দখলদার উচ্ছেদ ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করার পক্ষে মতামত প্রদান করেন। বিএডিসি প্রতিনিধি প্রাক্কলনের জন্য জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জকে পত্র দিতে অনুরোধ জানান। | (ক) জমির এলএস কেসের নকশা, সিএস, এসএ ও আরএস খতিয়ান সংগ্রহ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করতে হবে।<br>(খ) সংশ্লিষ্ট এলাকার জমির মালিকানা সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি সংগ্রহ করে রেকর্ড সংশোধনের মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। এছাড়াও ১০% ক্ষতিপূরনের প্রাক্কলন সংগ্রহ করতে হবে।<br>(গ) রীট-৪৭৯৭/০৫ মামলাটি দ্রুত কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br>(ঘ) ব্যবস্থাপক (ক্রয়) জনাব সাত্তার গাজী জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ অফিসে যোগাযোগ করে প্রকৃত অবস্থা জানবেন।<br>(ঙ) কৃষি মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জকে প্রাক্কলনের জন্য তাগিদ দিতে হবে।<br>(চ) ১৯৮৭ সালে অন্যায়ভাবে ছেড়ে দেয়া ৫০ একর জমির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/সার), বিএডিসি, ঢাকা/ আইন শাখা, বিএডিসি |
| ৩১ | **দিনাজপুর-নশিপুরস্থ বিজেআরআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>উপ-সচিব (আইন) জানান, বিজেআরআই কর্তৃক দিনাজপুর-নশিপুর ফার্মের ৫০.০৩ একর জমি ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি উক্ত জমির সকল ডকুমেন্ট আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, নশিপুর, দিনাজপুর-কে এবং বিজেআরআইকে অনুরোধ জানান। | আগামী সভার পূর্বে বিজেআরআই এবং দিনাজপুর-নশিপুর ফার্ম ছেড়ে দেয়া ৫০.০৩ একর জমির ডকুমেন্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | বিজেআরআই, এবং যুগ্ম-পরিচালক, বিএডিসি, নশিপুর ফার্ম, দিনাজপুর |
| ৩২ | **সাতক্ষীরা-বিনেরপোতা ব্রী' অফিসের জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ঃ**<br>সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রী), বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা এর জমি হতে অদ্যাবধি অবৈধ্য দখলদারদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। ব্রী কর্মকর্তা সভাকে জানান ইতোমধ্যে বস্তিবাসীদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অন্যত্র পূনর্বাসনের শর্তে এ জমি উদ্ধার করা যেতে পারে। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী ২.০০ একর জমিতে মাটি ভরাট করা প্রয়োজন। তিনি আরো জানান, উক্ত ২.০০ একর জমিতে মাটি ভরাট করে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন করলে তারা জায়গাটি ছেড়ে দিতে পারেন। | (ক) অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের বিষয়ে জেলা প্রশাসক-কে মন্ত্রণালয় হতে তাগিদপত্র প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) ২.০০ একর নীচু জমি মাটি ভরাটের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় উক্ত স্থানে অবৈধ দখলদার স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ব্রী, সাতক্ষীরা ও ডিজি ব্রী, গাজীপুর |
| ৩৩ | **বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মোকদ্দমা নং-১১/২০১৩ ঃ**<br>(ক) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি সভাকে জানান, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, দিনাজপুর এর ০.১৬৫ একর জমি বেদখল আছে। রেকর্ড সংশোধনের জন্য যুগ্ম-জেলা ১ম আদালতে-১১/১৩ মোকদ্দমায় সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ-১৯/৮/১৪। এসএ রেকর্ডীয় মালিকের নিকট থেকে ক্রয় করে কের্ড সংধেনের জন্য জেলা সহঃ জজ আদালতে ১১/১৩ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, পরবর্তী তারিখ-২৫/০৮/১৪।<br>(খ) ফরিদপুর সদর পাট সম্প্রসারণের ১০ শতক জমির হাল রেকর্ড ব্যক্তিনামে হয়েছে। এ বিষয়ে রেকর্ড সংশোধনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ৮৭/১৩ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছে, যার পরবর্তী তারিখ-০৪/৮/১৪।<br>(গ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মধুপুর, টাঙ্গাইল এর ০.১৭ একব জমির মধ্যে জেলা প্রশাসকের নামে ০.১০ একর এবং ব্যক্তিনামে ০.০৭ একর জমি রেকর্ড হয়েছে। ৩০ ধারায় দাযেরকৃত মামলাটি ইতোমধ্যে খারিজ হওয়ায় ৩১ ধারায় আপীল দায়ের করা হচ্ছে বলে প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। ময়মনসিংহ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলার পরবর্তী শুনানী-১৩/৪/১৫।<br>(ঘ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কুষ্টিয়ার জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে মোকদ্দমা নং-২৩০/১৩ দায়ের করা হয়েছে, পরবর্তী শুনানীর তারিখ-২২/৭/১৪। | বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী মামলা পরিচালনার প্রক্রিয়াসমুহ অব্যাহত রাখবেন। | বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী |
| ৩৪ | **বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর জমি ঃ**<br>বিনা খাগড়াছড়ি জেলার ০.৩৮ একর জমির জন্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন নং-২২১২/১২ দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমাটি বর্তমানে ৯৩নং কজলিষ্টে আছে। ইহা এনেক্স-২৭নং কোর্টে বিচারাধীন। বিনার সাথে যোগাযোগ করে মামলার সর্বশেষ অবস্থা জানতে হবে। জানা গেছে যে, জমির দখল উদ্ধার হয়েছে। | (ক) মোকদ্দমা পরিচালনা ও বেদখল জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br>(খ) অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন করে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী সভায় এ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে। | বিনা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩৫ | **ফরিদপুর জেলার বিজেআরআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>সড়ক বিভাগ কর্তৃক সম-পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করে বিজেআরআই এর সাথে এওয়াজের মাধ্যমে হস্তান্তর করার শর্তে ফরিদপুর বিজেআরআই এর ৩.০০ একর জমি দখল করা হয়েছে। সর্বশেষ ২.৯৩ একর জমি অধিগ্রহনের জন্য নোটিশ করার পর বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে বিষয়টি না মঞ্জুর হয়। ফলে সড়ক বিভাগ কর্তৃক দখলকৃত জমির বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে উক্ত জমির মূল্য পরিশোধের জন্য বিজেআরআই কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। | যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। | বিজেআরআই |
| ৩৬ | **কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ জেলার জমি সংক্রান্ত ঃ**<br>কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ জেলার জমির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং মামলার আদেশের কপি যথাদ্রুত সম্ভব উত্তোলন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | দ্রুত মোকদ্দমা দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, কিশোরগঞ্জ |
| ৩৭ | **গৌরনদী, বরিশাল জেলায় বিএডিসির এসএও কোয়ার্টারের জমি**<br>উক্ত জমি বর্তমানে একটি মাদ্রাসার দখলে বলে বিএডিসির প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। জমির মিউটেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। কলেজের জমির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। | বিএডিসির জমি সম্পর্কে জেলা প্রশাসক, বরিশাল এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং বিএডিসি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে | বিএডিসি |
| ৩৮ | **ফরিদপুর পাট সম্প্রসারনের ১০ শতক জমি ঃ**<br>উক্ত জমি নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সাথে একটি সভা হয়েছে। মোকদ্দমাটি মোকাবেলার জন্য ইতোমধ্যে বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত ১৩৬৮/১৪ মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। | ফরিদপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আগামী সভায় উপস্থিত থাকবেন। মামলা পরিচালনার বিষয়ে ডিএই ব্যবস্থা নিবেন। | উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ডিএই, সদর, ফরিদপুর |
| ৩৯ | **জমির মালিকানা সংক্রান্ত ডকুমেন্ট হালনাগাদকরণ ঃ**<br>উপ-সচিব (আইন) জানান, কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত ছকে 'মামলার বিষয়' কলামে কৃষি জমির অবস্থান সংক্রান্ত উপজেলার নাম, সিএস, এসএ, আরএস দাগ, জমির পরিমান, কিসের ভিত্তিতে মামলা ইত্যাদি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিন্তু দপ্তর/সংস্থা হতে চাহিত তথ্যাদি সঠিকভাবে প্রদান করা হচ্ছে না। ফলে গেজেট খুজে পাওয়া কষ্টকর। | (ক) রেকর্ডের মালিকানাসহ কাগজপত্র সংগ্রহ করে দখল পুনরুদ্ধারের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব টাস্কফোর্সে প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) এখনও যে সব জমির তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়নি, সেগুলি সংগ্রহ করে যথাশীঘ্র হালনাগাদ তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>(গ) তালিকা প্রেরণের সময় জমি প্রাপ্তির উৎস উল্লেখ করতে হবে। | সকল দপ্তর/সংস্থা |
| ৪০ | **বিবিধ ঃ**<br>(ক) উপ-সচিব (আইন) সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, মামলা-মোকদ্দমার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলীর বিষয়টি একটু চিন্তা-ভাবনা করে করা প্রয়োজন। হঠাৎ করে বদলী হলে মামলা পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।<br>(খ) টাস্কফোর্স সভার নোটিশ ও সভার কার্য-বিবরণীর কপি বিভিন্ন কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট যথাসময়ে পৌছে না বিধায় এখন হতে টাস্কফোর্স সভার নোটিশ বা কার্যবিবরণী প্রেরণ করা হবে না এমনকি সভায়ও সরবরাহ করা সম্ভব হবে না বলে উপ-সচিব (আইন) সভাকে অবহিত করেন। তিনি সকলকে টাস্কফোর্সের সভার তারিখ ও সভার কার্যবিবরণী কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.moa.gov.bd খুলে Notice অপশনের Meeting/ Resolation দেখার জন্য এবং কোন ফিডব্যাক থাকলে nalinebasak@yahoo.com ই-মেইলে প্রেরণ করার জন্য সভার সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। | দপ্তর/সংস্থা বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন।<br><br>কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসহ টাস্কফোর্স সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট লিংক হতে সবার নোটিশ ও কার্যবিবরণী ডাউনলোড করে সিদ্ধান্ত/ নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় কপিসহ সভায় উপস্থিত হবেন। | সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান<br><br>টাস্কফোর্স সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য। |
| ৪১ | টাস্কফোর্সের পরবর্তী সভা ঃ<br>টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি টাস্কফোর্স পরবর্তী সভার তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে সভার মতামত আহবান করেন এবং এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। | টাস্কফোস আগামী সভা ২০ আগস্ট ২০১৪, সকাল-১০.০০ ঘটিকায় মৌচাক (নুরবাগ) হর্টিকালচার সেন্টার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এ অনুষ্ঠিত হবে। টাস্কফোর্সের সকল সদস্যদের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো। | সকল দপ্তর/সংস্থা এবং টাস্কফোর্স সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য |

সভায় অন্য কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৬/৮/২০১৪

(বেগম ভিকারুন নেছা)
অতিরিক্ত সচিব ও সভাপতি, টাস্কফোর্স
কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-১২.০২৮০০৪.০৫.০১.০৩২.২০১২ -২৭৮-

তারিখ ঃ ০৬ আগস্ট ২০১৪

বিতরণ ঃ

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি/ধান/পাট/ইক্ষু/পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর/ ঢাকা/ ময়মনসিংহ/ পাবনা
৪। নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বহরমপুর, রাজশাহী
৫। পরিচালক, সরেজমিন/খাদ্যশস্য/উদ্ভিদ সংরক্ষণ/প্রশিক্ষণ/অর্থকরী ফসল উইং খামারবাড়ী, ঢাকা/বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর
৬। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/পার্বত্য চট্টগ্রাম/সিলেট/ যশোর/রংপুর/রাজশাহী
৭। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ খাদিমনগর, সিলেট/শেরপুর
৮। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (প্রশাঃ ও পাঃ/জেলা কার্যালয়), ঢাকা/গাজীপুর/টাংগাইল/বগুড়া/ মুন্সীগঞ্জ/ কুমিল্লা/লক্ষীপুর/নোয়াখালী/গাইবান্ধা/চট্টগ্রাম/চুয়াডাঙ্গা/সিলেট
৯। যুগ্ম-পরিচালক (সার/উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ১৬ গ্রীন রোড, ঢাকা/গাজীপুর/দিনাজপুর
১০। যুগ্ম-সচিব (সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা
১১। আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর
১২। মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা
১৩। হর্টিকালচারিষ্ট, মৌচাক হর্টিঃ সেন্টার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর-(সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
১৪। হর্টিকালচারিষ্ট, আদাসগেট হর্টিঃ সেন্টার, ঢাকা/সোবহানবাগ হর্টিঃ সেন্টার, সাভার, ঢাকা
১৫। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর/বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা
১৬। মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও, দোলাইপাড় সিও অফিস, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা/মোহাম্মদপুর, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা
১৭। ব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ), সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা
১৮। উপ-সচিব (আইন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা
১৯। সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), গাবতলী বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, বীজ ভবন, গাবতলী, ঢাকা
২০। সহকারী পরিচালক (সার), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ
২১। নার্সারী তত্বাবধায়ক, রাজালাখ হার্টিকালচার সেন্টার, সাভার, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুরোধসহ অনুলিপি ঃ

১। বেগম ভিকারুন নেছা, অতিরিক্ত সচিব ও সভাপতি, টাস্কফোর্স, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবলোকনের জন্য
৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/বগুড়া/সাতক্ষীরা/গাইবান্ধা/দিনাজপুর
৪। সচিবের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- সচিব মহোদয়ের সদয় অবলোকনের জন্য
৫। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- কার্যবিবরণীটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/সম্প্রসারণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(ড. নলিনী রঞ্জন বসাক)
উপ-সচিব (আইন)
কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৫৫২৩৭৭/০১৯১২১৩০৮১৭